সাইকেল চালান, সাইকেল চলতে দিন

২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা
কলকাতা ব্যাপী চক্রাকার সাইকেল র‍্যালিতে শামিল হোন

আপনারা হয়তো জানেন, কলকাতা শহরে সাইকেল চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠছে। একে তো সাইকেল-চালকদের ওপর পুলিশের জুলুম, হয়রানি, জরিমানা। তা চলছে ২০০৮ সালের আগস্ট মাস থেকে। গত বছর জুন মাস থেকে প্রায় সব রাস্তায় কলকাতা পুলিশ 'নো সাইক্লিং' বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। ২০১৩ সালের ২৮ মে একটি নোটিশ জারি করে প্রায় সারা কলকাতায় সাইকেল নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল তারা। আমাদের রাজ্যের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৬৫) অনুযায়ী পুলিশের এই নোটিশ দু-মাসের বেশি স্থায়ী হবার কথা নয়, যদি না রাজ্য সরকার সেই অর্ডারের ওপর সরকারি সিলমোহর দেয়। সাইকেল-চালক এবং সাইকেলপ্রেমীরা বারবার লালবাজার থেকে শুরু করে পরিবহণমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রীর কাছে গিয়ে তবে জানতে পেরেছে, রাজ্য সরকার সাইকেল নিষেধাজ্ঞার নোটিসে সিলমোহর দেয়নি। তার মানে দাঁড়ায়, কলকাতা শহরের কোথাও আর সাইকেল নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সাইকেল চালকদের রাস্তায় আটক করে ঝুটা কাগজ দিয়ে, রসিদ না দিয়ে ১০০-১২০ টাকা করে নিয়ে চলেছে। ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের স্পেশ্যাল পুলিশ কমিশনার মিত্রবাবু বা আদক সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো রাস্তা থেকেই এখনও হরেক কিসিমের 'নো সাইক্লিং' বোর্ড খোলা হয়নি।

এছাড়া রাস্তায় রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা ও দাপট ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। কিছুদিন আগেও যেখানে সাইকেল গ্যারেজ ছিল, সেগুলোকে প্রাইভেট গাড়ি বা মোটরসাইকেল পার্কিংয়ের জন্য দখল করা হয়েছে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে দিন। ছোটো গলি রাস্তাতেও প্রাইভেট গাড়ি সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে সাইকেল-চালকদের আরও কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে রাস্তায়। দ্রুতগামী গাড়ি বা বাস সাইকেল-চালকদের ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। সাইকেল-চালকদের প্রাণ যাচ্ছে, অঙ্গহানি হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালে এই ধাক্কার পরিমাণ ছিল ৪৭, ২০০৯–এ ৫৩, ২০১০–এ ১০৭, ২০১১–তে ১৩২ এবং ২০১২–তে ১৭৯। অর্থাৎ সাইকেল নিষেধাজ্ঞার চার বছরে চারগুণ হয়েছে এই ধাক্কা। এতেই পরিষ্কার, কলকাতায় সাইকেল নিষেধাজ্ঞার ফলে সাইকেল–চালকদের নিরাপত্তা চারগুণ কমেছে, সাইকেলকে ঠুকে চলে যাওয়ার প্রবণতা চারগুণ বেড়েছে। অথচ সাইকেল–চালকদের নিরাপত্তার অজুহাত দিয়েই এই নিষেধ চাপিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। আজ তারা তাদেরই পরিসংখ্যানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

অথচ মোটরগাড়ির জ্বালায় এই শহরের মানুষের ফুসফুস বেহাল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে শহরের ফুসফুসের রোগের ডাক্তাররা সোজাসুজি বলে দিয়েছে, কলকাতা শহরের দূষিত বাতাসে ফুসফুসের ক্যানসার বাড়ছে ভয়াবহভাবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে বাচ্চাদের। হচ্ছে ক্রনিক ব্রংকাইটিস। গরিব থেকে বড়োলোক, সবার বাচ্চাই বেড়ে উঠছে দুস্থ ফুসফুস নিয়ে। তাই মোটরগাড়ি আজ কলকাতার সমস্যা, সাইকেল তার জীবন্ত সমাধান, রিক্সা-ঠেলাও সমাধান। এই সমাধানের পথে আজ দশ বারো বছর ধরে চলতে শুরু করেছে নেদারল্যান্ড ডেনমার্ক জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপিয়ান দেশ। চীন চিরকালই সাইকেলপন্থী। লাতিন

আমেরিকা বা পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশও এই পথে চলেছে। আমাদের দেশে পাঁচ বছর আগে ‘জাতীয় পরিবহণ নীতি’তে লেখা হয়েছে : সাইকেল-রিক্সা-ঠেলাকে উৎসাহিত করা হবে।

কিন্তু আমাদের শহর এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। দেড় দশক আগে পুরসভার পরিসংখ্যানে জানা যায়, সে সময় কলকাতাবাসীর পঁয়ত্রিশ শতাংশের বাড়িতে সাইকেল ছিল। আজ তা কত কে জানে! তবে ঘরে ঘরে সাইকেল হটিয়ে মোটরগাড়ি, নিদেনপক্ষে মোটরবাইক কেনার হিড়িক বেড়েছে গত পনেরো বছরে। তাই সাইকেলনির্ভর জীবিকা যাদের, সেই কাগজওয়ালা, ক্যুরিয়ারকর্মী, দুধওয়ালা, পুরোহিত, মিস্ত্রি, দোকানকর্মী, সিকিউরিটি, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, বেকারি, সাপ্লায়ার, মাছওয়ালা, প্রাইভেট টিউটর, ফিজিওথেরাপিস্ট, ডাবওয়ালা এবং ছাত্রছাত্রী ও অফিসকর্মী যারা সাইকেলে যাতায়াত করে, তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ হলেও তাদের খোঁজ কে রাখে? মোটরগাড়ির কেতা দেখানো বিষাক্ত উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য যে ভবিষৎ গড়ছি, তার দায় তো আমাদেরই, তাই না?

অতএব সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। সোচ্চারে বলার সময় হয়েছে, কলকাতা শহর ফের সাইকেলমুখী হোক। নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্টে আসেন সাইকেল চড়ে। আমাদের দেশেও অতীতে এই ধরনের উদাহরণ আছে। চলুন, আমরাও সাইকেলে চেপে আমাদের কাজের জায়গায় যাই। আর সরকারি উদ্যোগে প্রাইভেট মোটরগাড়ি নিয়ন্ত্রণ ও নিরুৎসাহিত করা হোক শক্ত হাতে। ট্রেন, মেট্রো, বাসের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হোক। শহরে বাচ্চা-বুড়ো সকলে নির্ভয়ে হাঁটাচলা করুক। নিরাপদে সাইকেল রিক্সা ঠেলাকে চলতে দেওয়ার জন্য দরকার হলে চওড়া রাস্তাগুলো থেকে লেন কেটে নিয়ে পৃথক সাইকেল লেন করা হোক।

কিন্তু কোনো অজুহাতেই কোনো রাস্তা থেকে দিন-রাতের কোনো সময়ের জন্য সাইকেল নিষেধ করা যাবে না।

আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি, কারণ @ সমস্ত রাস্তায় সাইকেল চলার অধিকার চাই @ সাইকেলের ওপর জুলুম, ফাইন আর নয় @ নো–সাইক্লিং বোর্ড নয় @ চওড়া রাস্তায় সাইকেল লেন @ সাইকেলজীবীদের নিরাপত্তা, সম্মান @ সাইকেল চালান, পরিবেশ বাঁচান @ সাইকেল চালান, পকেট বাঁচান @ সাইকেল চালান, স্বাস্থ্যবান হোন।

অংশগ্রহণে : কলকাতা সাইকেল সমাজ, যুবভারত, পিডিএসএফ, এনএপিএম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞানবার্তা, মন্থন, দুর্বার কলম, ঘুম নেই, চক্র সত্যাগ্রহ, কলকাতা সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা কমিটি, অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক সংগ্রামী মঞ্চ, হোসিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার, হকার সংগ্রাম কমিটি, পারেজিয়া, আমরা-এক সচেতন প্রয়াস, দামামা, কালি কলম ইজেল, দেশলাই কাঠি, দৃশ্যান্তর, দিশা, সবুজ মঞ্চ, স্বয়ংনিযুক্তি ও আরো অনেকে

যোগাযোগ:9477355084/033-24147730/9830881213/
8013473747/033-24913666/9831695661/
7278344538/9903061796/9674983989

রঘু জানা কর্তৃক কলকাতা ৫৪ থেকে প্রকাশিত

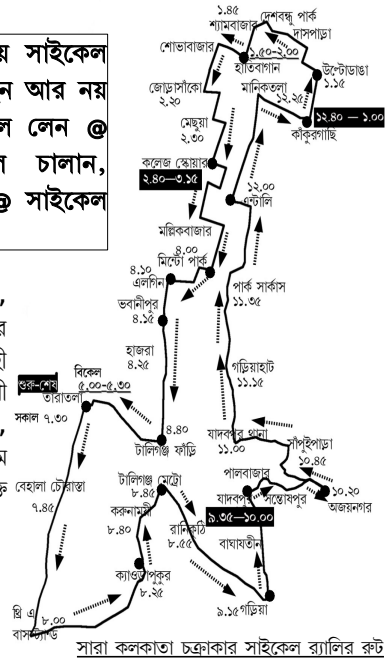

সারা কলকাতা চক্রাকার সাইকেল র‍্যালির রুট